১১-০৬-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমরা নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করো , তাহলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা সদা সুখী হতে পারবে । "

প্রশ্ন :- জ্ঞানী বাচ্চাদের নিজেদের অবস্থাকে ঠিক রাখার জন্য কোন্ অভ্যাসকে পাকা করতে হবে ?

উত্তর :- সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস করা । খূব ভোরে উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে । এই ধারণা খুবই সুন্দর । যে সব বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শোয়ার অভ্যাস করে এবং অমৃতবেলায় উঠতে পারে , তাদের অবস্থা সারাদিন ঠিক থাকে । অজ্ঞানী লোকেদের ঘুমের পরিমাণের থেকে জ্ঞানী লোকেদের ঘুমের পরিমাণ অর্ধেক হওয়া উচিত । রাত ১০ টার মধ্যে ঘুমানোর অভ্যাস করো আর ২ টোর সময় উঠে বাবার স্মরণে বসো ।

গান :- মুঝকো সাহারা দেনে ওয়ালে .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সব বাবার সামনে বসে আছে , তাই তারা জানে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো সব জীব আত্মাই হবে তাই না ? যখন আত্মাদের শরীর থাকে না তখন তাদের অশরীরী বলা হয় । তোমরা তো শরীরের সঙ্গে এখানে বসে আছো । আত্মা বা পরমাত্মা যতক্ষণ না কোনো শরীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারে না । তোমরা জীব আত্মারা সকলেই জানো যে তোমরা এখন বাবার সামনে বসে আছো । ঠিক একইরকম ভাবে ৫০০০ বছর আগেও তোমরা এইভাবেই বাবার সামনে বসে ছিলে । বাচ্চারা তো অবশ্যই বাবার থেকেই বর্ষা বা সম্পত্তি নেবে । তারা জানে যে তারা পরমপিতা পরমাত্মা বেহদের বাবার সামনে বসে আছে । কিন্তু কেন বসে আছে ? বাবার থেকে বেহাদের বর্ষা নেবার জন্য । যেমন লৌকিক জগতে বাচ্চারা যখন স্কুলে পড়ে তখন তারা বোঝে যে , আমরা শিক্ষকের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যরিস্টারীর পড়া অভ্যাস করছি । তাদের জীবনের এই লক্ষ্য থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ভগবান উবাচঃ - বাচ্চাদের তো এই কথা বোঝানো হয়েছে যে , একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা হয় । জীব আত্মারা অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । যে কোনো সন্ন্যাসীদের তোমরা জিজ্ঞাসা করো .....মানুষ কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ? তাহলে সন্ন্যাসীরা এই উত্তর দেবেন না ,যে মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না । না হলে ৮৪ লাখ জন্মের হিসেব তারা কি করে দেয় ? তাদের জিজ্ঞাসা করো .....তোমরা কি পুনর্জন্মকে মানো ? এ তো বরাবরই মানুষ জানে যে , আত্মারা তাদের সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । এমনই কিছু কিছু মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে । ৮৪ লাখ জন্মের তো কোনো কথাই নেই । প্রথম জন্ম কিন্তু তোমাদের খুবই ভালো এবং সতোপ্রধান হয় । আবার শেষ জন্ম তোমাদের ছি ছি তমোপ্রধান হয় । ১৬ কলা থেকে তোমরা ১৪ কলা , ১২ কলা এইভাবে নামতে থাকো , তাহলে পুনর্জন্ম তো অবশ্যই হয় । তোমাদের সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস করা উচিত .....আচ্ছা , পরমপিতা পরমাত্মা কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, না তিনি পুনর্জন্ম রহিত ? এ কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম সূত্র । যদি বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা জন্ম মরণ রহিত , তাহলে শিবজয়ন্তীর কথা তো সিদ্ধ হবে না । মানুষ তখন বলবে শিবজয়ন্তী তো পালন

করাই হয় । তখন তোমাদের বোঝাতে হবে যে , শিবজয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করা হয় , কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে মৃত্যুর কথা বলা হয় , তা এখানে হয় না । যদি পরমাত্মার মৃত্যু হয় তাহলে তাঁকে তো পুনর্জন্ম নিতেই হবে । কিন্তু বাবা কখনো পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না । বাবা ব্রহ্মার শরীরে একইবার আসেন ,কিন্তু কখনো পুনর্জন্মতে আসেন না । পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা হলেন পুনর্জন্ম রহিত , তিনি কখনোই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে পরিণত হন না । কিন্তু আত্মারা জন্ম মরণে এসে পতিত হতে থাকে, অবশেষে বাবা আসেন তোমাদের পবিত্র বানাতে । এর থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে আত্মাই পতিত হয় , আত্মা তার ঘর থেকে পবিত্র অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসে , কিন্তু মায়া তাদের ধীরে ধীরে পতিত বানিয়ে দেয় । শিববাবা তো কখনোই তোমাদের পতিত বানাবেন না । বাবা কখনোই বাচ্চাদের খারাপ মত দেন না । কিন্তু এখন বর্তমান দুনিয়ার মানুষ পতিত মত বা খারাপ মত প্রদান করে । এখন পরম পবিত্র বাবা তোমাদের বলছেন , বাচ্চারা , তোমরা পতিত জীবনে যেও না অর্থাত্ বিকারে যেও না । রাবণের মতে চলে এই পৃথিবী দুঃখধামে পরিণত হয়েছে । প্রথমে (সত্যযুগে) কিন্তু সুখধাম ছিলো । এমন তো নয় যে বাবাই তোমাদের সুখ – দুঃখ প্রদান করেন । না , কখনোই নয় , বাবা কখনো বাচ্চাদের দুঃখের মত দান করেন না । মায়া তোমাদের সমস্ত দুঃখ দেয় । এই মায়ার উপর জয় লাভ করলেই তোমরা জগতজীত হতে পারবে । মানুষ মায়ার অর্থ ঠিকভাবে বোঝে না । তারা ধনকেই মায়া বলে দেয় । মানুষ বলে না , এর মায়ার নেশা অনেক বেশী । কিন্তু এই মায়ার কোনো নেশা হয় না । সত্যযুগে কেউ রাবণের প্রতিমূর্তি (ভূত) বানিয়ে স্বালায় না । এই প্রতিমূর্তি বা ভূত তো শত্রুদের বানানো হয় । রাবণ রাজ্য দ্বাপর থেকে অর্থাত্ দ্বাপর আর কলিযুগ এই অর্ধেক কল্প নিয়ে শুরু হয় । দেহ অহংকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্যান্য বিকার আসতে শুরু করে । এই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে যে , দেবতারা বাম মার্গে অর্থাত্ বিকারে চলে গিয়েছিল । মায়ার বশ হওয়ার কারণে তারা পরবশ হয়ে যায় । তখন তারা পরমতে চলতে আরম্ভ করে । এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলছো । আর পরমত হলো মায়ার মত । শ্রী অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ মত হলো শিববাবার । আর পরমত হলো রাবণের মত , তাই বাবা বলেন , আসুরী সম্প্রদায় সব রাবণের শিকলে বন্দী হয়ে দুঃখে আছে ।

দুনিয়ার মানুষ তো সত্যযুগের আয়ু লাখ বছরের ভেবে বসে আছে । তোমরা তো এর সঠিক হিসাব জানো .....৫০০০ বছরের চক্র কেমন করে হয় । ক্রাইস্টএর ২০০০ বছর হয়েছে , বুদ্ধের ২২৫০ বছর , আবার ইসলাম ধর্মের ২৫০০ বছর হয়েছে । এই সব মিলিয়েই আধাকল্প অর্থাত্ দ্বাপর আর কলিযুগ । এর আগে তো দেবতাদের রাজ্য ছিলো , সত্য এবং ত্রেতা যুগ , তাহলে দেবতাদের রাজ্য কিভাবে লাখ বছরের বলা যাবে । এতো বছরে মানুষ তো আরো অনেক বেড়ে যাবে । এতো বছরের হিসাব তো হয়ই না । ৫০০০ বছরেই দেখো না কোটি কোটি মানুষ হয়ে গেছে । এই কথা বলা হয় যে ,ক্রাইস্টএর ৩০০০ বছর আগে এই ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । ৫০০০ বছর এখন প্রায় পুরো হয়ে এসেছে । তাই এই বিশ্ব নাটকও পুরো হতে চলেছে । এই কথা কেউই জানে না । আমি কে , কেমন , এই চক্র কিভাবে ঘোরে তা এই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারে না । বাবা তোমাদের বোঝান এখন গীতা এপিসোড চলছে । বাবা এসেই তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখান । বাবা বুড়ো মানুষদেরও বোঝান , এই যোগ খুবই সহজ । শুধুমাত্র বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে । মানুষের যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন তারা ভাবে যে বংশের উত্তরাধিকারীর জন্ম হলো । তেমনি তোমরা ভাবো যে তোমরা হলে বাবার উত্তরাধিকারী । ৫০০০ বছর বাদে আবার তোমরা বাবার সঙ্গে মিলন মানাতে এসেছো । এ খুবই গুপ্ত কথা । বাবা তোমাদের জিজ্ঞেস

করেন , তোমরা এর আগে কোনোদিন আমার সঙ্গে মিলেছো কি ? তোমরা বলো , হ্যাঁ বাবা । আত্মা এই মুখের দ্বারাই বলে – আমরা ৫০০০ বছর আগেই তোমার সঙ্গে মিলেছিলাম । তুমি এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলে । যারা খুব দৃঢ় বাচ্চা তারা এই কথা বোঝে যে , আমরা বাবার থেকে বেহদের বর্ষা গ্রহণ করতে এসেছি । বাবা বলেন , তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের শিববাবার হয়ে গেছো । তাই তিনি বলেন , তোমরা কি আমাকে চেনো , আমি তোমাদের বাবা । তোমরা বলবে , হে বাবা , আমাদের আত্মাদের বাবা হলে তুমি পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা । বাবাও তোমাদের বলেন .....তোমাদের আমিই স্বর্গের অধিকারী করেছিলাম ,স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম , বর্ষা (সম্পত্তি) আমিই দিয়েছিলাম , কিন্তু তারপর মায়া তোমাদের থেকে এই রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে , এখন আবার আমিই তোমাদের সত্যযুগের অধিকারী করার জন্য বর্ষা দিচ্ছি । মায়া তোমাদের থেকে এই বর্ষা ছিনিয়ে নেয় , বাবা এসে তোমাদের আবার এই বর্ষার অধিকারী করেন । এই খেলা অনেকবারই হয়েছে আবার ভবিষ্যতে হতেও থাকবে । এই খেলার অন্ত বা শেষ হবে না । বাচ্চারা বাবার হয়ে যায় , কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে বাবার নিজের হয় , আবার কেউ কেউ শুধুই আসা যাওয়া করে । কেউ কেউ সত্ সন্তানতুল্য হয় আবার কেউ আবার সম্পূর্ণভাবে বাবার নিজের সন্তান হয়ে উঠতে পারে । যোগ বা জ্ঞানে কেউ কেউ খুব পাকা কেউ আবার কাঁচা হয় । পাকা সন্তানদের আবার কখনো কখনো মায়া একদম গ্রাস করে নেয় । বাচ্চারা বাবাকে বলে.... বাবা , যতদিন আমরা বাঁচবো , ততদিন তোমার থেকে বর্ষা নিতে থাকবো । বিকর্মের বোঝা তোমাদের মাথার উপর অনেক পরিমানে আছে । তাই তোমরা যত বাবার স্মরণে থাকতে পারবে ততোই এই যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ – আত্মা থেকে পুণ্য – আত্মায় পরিণত হতে পারবে । আগুন যে কোনো জিনিসকেই পবিত্র করতে পারে । আর তোমরা যোগ – অগ্নির দ্বারা পবিত্র হবে । এ হলো বেহদের যজ্ঞ । বেহদের শেঠ (শিববাবা) এই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেছেন । কোনো যজ্ঞই এতো বছর ধরে চলে না । সমস্ত যজ্ঞই সাত , আট দিন বা খুব বেশী হলে এক মাসের জন্য রচনা করা হয় । আর তোমাদের এই যজ্ঞ তো কতো বছর ধরে চলছে । বাবাতো তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনাতেই থাকেন । বাবা বলেন যে .....তোমরা ভুলে যেও না , শুধু তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা নাশ হতে শুরু করবে । ভগবান উবাচঃ .....তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । বাবা নিশ্চই এই দুনিয়ায় এসেছেন ,তাই তো তিনি এই কথা বলছেন ।

বাবা বলছেন ....এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে । এখন তোমাদের আত্মা পতিত । এখন তোমরা জানো যে ,এই যোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হতে পারবে । তোমরাই তো একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলে .....বাবা , তুমি যখন আসবে , আমরা সকল সঙ্গ ত্যাগ করে এক তোমার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করবো । নিজেকে , তোমাকে নিবেদন করবো । স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে , আর এখানে হলো বাবার কাছে নিজেকে নিবেদন করা । বিয়ে হলে একজন অপরজনের কাছে সমর্পিত হয় । এখন বাবা বলেন যে , কোনো মানুষের কাছেই তোমাদের নিজেকে সমর্পণ করতে হবে না । তোমাদের প্রতিজ্ঞাই হলো তোমরা বাবার কাছে সমর্পিত হবে । তোমরা যদি আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো তাহলে আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখী বানিয়ে দেবো । কতো সুখ এবং শান্তির অধিকারী আমি তোমাদের করবো । তোমরা ভুলো না , শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । লক্ষ্মী নারায়ণের ছবিও তোমরা ঘরে রেখে দাও । তোমরা বাবার থেকে এই বর্ষা নিচ্ছো । বাবা এখন পরমধাম থেকে এখানে এসেছেন । কিন্তু মায়ারূপী চিলও কম

নয়া সবকিছু তোমাদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় । সবার কথা নয় , এই জ্ঞান ধারণ করার নম্বর অনুসারেই এই মায়া কাজ করতে থাকে । কেউ কেউ তো একদম ভুলেই যায় যে তারা বাবার থেকে বর্ষা গ্রহণ করছে । যখন তোমরা সেন্টারে থাকো তখন তোমাদের অনেক নেশা থাকে । সেন্টার থেকে বাইরে গেলেই তোমরা আবার ভুলে যাও , আবার অমৃতবেলায় বাবাকে স্মরণ করে ফ্রেশ হও আবার সারা দিন নানা কাজে বাবাকে ভুলে যাও । চার – পাঁচ বছর ভালো সেবা কাজ করেছে এমন লোককে আজকে আর দেখা যায় না । শ্রীমতের কোনোরকম অবজ্ঞা হলেই মায়ার থাপ্পড় জোরে লাগবে আর তোমাদের এই পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে । বাবা বলেন যে , যদি তোমরা বাবার নেশায় ভরপুর হও তবে বাবার প্রেমে মগ্ন থাকবে , আর যদি বিপথগামী হও তবে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে । তোমরা তো দেখো , কেমন করে কিছু বাচ্চা এমনই চূর্ণ হয়ে গেছে । বৈকুন্ঠে তো অবশ্যই যাবে কিন্তু পদ নম্বর অনুযায়ী পাবে । যদিও ওখানে সবাই সুখী জীবন পাবে তবুও উঁচু নীচু পদ তো থাকবেই । স্কুলেও তোমরা উঁচু পদ অর্থাত্ প্রথম , দ্বিতীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। এমন কথা কখনোই ভেবো না যে , প্রজার জীবনেই যাবো বা যা ভাগ্যে আছে তাই হবে । একে তমোপ্রধান পুরুষার্থ বলা হয় । সতোপ্রধান পুরুষার্থ তাকেই বলা হয় , যারা বাবার থেকে পুরো বর্ষা নেবার প্রতিজ্ঞা করে । এ হলো ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা । সবাই তো একনম্বর হবেনা । এ হলো মানুষের বাবার থেকে প্রাপ্তির দৌড় । তোমরা চাও যে , আমরা খুব তাড়াতাড়ি শিববাবার গলার হার হবো , তবে তারজন্য বাবাকে স্মরণ তো করতেই হবে । সমস্তকিছু এই স্মরণের উপর নির্ভর করে । কিন্তু মায়া এক এক সময় এতো বিঘ্ন এনে হাজির করে যে একদম এই প্রতিযোগিতা থেকে বার করে দেয় । এই হলো তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হবার প্রতিযোগিতা । আত্মারা বাবাকে বলে যে , বাবা , আমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছি । বার বার শরীর ধারণ করতে করতে আমরা পরিশ্রান্ত । এখন আমরা বাবার কাছে যেতে চাই । এর জন্য বাবা তো অনেক যুক্তিই বলেছেন । তোমরা বলো , বাবা , আমরা তোমার স্মরণেই থাকবো । যতটা সময় বার করতে পারো ততই তোমাদের পক্ষে ভালো । সরকারী কাজেও তোমরা আট ঘন্টা সময় দাও , তেমনই বাবার স্মরণে তোমাদের এই আট ঘন্টা সময়ই দিতে হবে । এই সৃষ্টিকে স্বর্গ বানানো তো খুব বড় সেবার কাজ । শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর সঙ্গে সঙ্গে সুখধামকে স্মরণ করো । ব্যস , এই আট ঘন্টা স্মরণ আর সেবা করলেই তোমরা পুরো বর্ষা পেতে পারবে । এমনভাবে স্মরণ করতে পারলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আট ঘন্টা বাবার স্মরণ আর সেবায় , আর বাকি ১৬ ঘন্টা সময় তোমরা ফ্রি থাকো । যতো পারো তোমরা ক্ষণে ক্ষণে বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ তো তোমরা যেখানে খুশী বসেই করতে পারো । সবথেকে ভালো সময় তোমরা সকাল বেলা পাবে । সিন্ধুতে একটা কথা আছে .....সকাল সকাল শোয়া.... সকাল সকাল ওঠা .....সেই মানুষই অনেক গুণবাণ । এই গায়নও এখনকার জন্য প্রযোজ্য। বাবা বলেন যে রাতে তোমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় , তারপর ভোর ভোর ওঠো । অজ্ঞানী লোক আট ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটায় , তোমাদের ঘুম কিন্তু এর অর্ধেক হওয়া চাই । চার – পাঁচ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট । তোমারই তো হলে কর্মযোগী । রাতে দশটার সময় শুয়ে পড়ো , আবার ২ টোর সময় উঠে পড়ো । শিববাবাকে স্মরণ করতে পারলে তোমাদের অনেক সৌভাগ্য জমা হবে । তোমরা স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুটোই প্রাপ্ত করতে পারবে । আচ্ছা , ২ টোর সময় না পারলে ৩ টের সময় ওঠো , নাহলে ৪ টের সময় । এটা খুবই সুন্দর সময় । এই সময় শান্তি থাকে এবং তোমরা অশরীরী স্থিতিতে থাকতে পারো । এইসময় পৃথিবী নিস্তব্ধ থাকে । অমৃতবেলার স্মরণ তোমাদের উপর খুব ভালো প্রভাব ফেলে । অনেকেই অনেক রাত অবধি জেগে থাকে । কিন্তু সূক্ষ্ম সেবায় কোনো পরিশ্রম হয় না । এই সম্পত্তির

কামাই থেকে তো তোমাদের খুশি থাকা উচিত । তোমরা বাচ্চারা ভোরবেলা উঠে এই অবিনাশী কামাই করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখী থাকার জন্য বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে হবে । বাবার শ্রীমতের দ্বারাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে । মনমত বা পরমতকে ত্যাগ করতে হবে । শ্রীমতের কোনো অবজ্ঞা করা চলবে না ।

২) ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসে এই অবিনাশী কামাই করতে হবে । এই সৃষ্টিকে স্বর্গ বানানোর সেবা কম করে আট ঘন্টা করতে হবে ।

বরদান :- ঈশ্বরীয় ভাগ্যতে লাইটের মুকুট প্রাপ্ত করে সর্ব প্রাপ্তিস্বরূপ হও (ভব) ।

এই দুনিয়াতে ভাগ্যের চিহ্ন হলো রাজত্ব প্রাপ্তি আর এই রাজত্ব প্রাপ্তির চিহ্ন হলো রাজমুকুট । তেমনই ঈশ্বরীয় ভাগ্যের চিহ্ন হলো লাইটের মুকুট । আর এই লাইটের মুকুটের প্রাপ্তির আধার হলো পবিত্রতা । যারা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা তাঁরা লাইটের মুকুটধারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রাপ্তিতেও সম্পন্ন হতে পারে । যদি কোনো প্রাপ্তি কম হয় তবে এই লাইটের মুকুট স্পষ্ট দেখা যাবে না ।

স্লোগান :- নিজের আত্মিক স্থিতিতে স্থির থাকা আত্মারাই মানসিক দিক দিয়ে মহাদানী হতে পারে ।